জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক ক্ষতিকর প্রভাব

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

চরিত্র পরিচিতি

১) রহমত মোল্লাঃ- প্রায় সত্তর বছর বয়স, গ্রামের মোড়োল গোছের মানুষ।

২) খেজমতঃ- পঁয়তাল্লিশ বছরের দিন মজুর।

৩) জিয়াউল সাহেবঃ- গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাধান শিক্ষক।

৪) কালু সেখঃ- পঞ্চায়েত প্রধান।

৫) ইয়াসিনঃ- একজন ছোট ব্যাবসায়ী।

৬) রফিকঃ- রহমত মোল্লার ছেলে।

(একটু দূরে জিয়াউল সাহেব ও কালু সেখ প্রাতঃ ভ্রমন সেরে হেঁটে আসছেন।)

(বাঁধের উপরে মাচায় সকাল বেলায় অনেক লোকজন বসে কথা বলছেন।)

রহমত মোল্লাঃ- এত ভাবছিস কেন খেজমত ? আল্লার উপর ভরসা রাখ। সব ঠিক হয়ে যাবে। একদম ভাববি না।

খেজমতঃ- চিন্তা না করলেও তো পারছি না চাচা; শরীর খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। - একদম কাজ করতে পারছি না, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি।

আমার যে এখনও ছোট মেয়েটার বিয়ে হতে বাকি গো- এখনিই শেষ হয়ে গেলে যে মহা বিপদ।

রহমত মোল্লাঃ- দূর শেষ হবি কেন ? মনের জোর আন। রোগ হয়েছে তো কি হয়েছে।

{ এমন সময়ে জিয়াউল সাহেব ও কালু এসে উপস্থিত হল }

জিয়াউল সাহেবঃ- কার রোগ হয়েছে চাচা ? আর কি রোগই বা হয়েছে যে এত করে সাহস জোগাচ্ছ।

রহমত মোল্লাঃ- এস বাবা এস – এই মাচায় এসে বসো তো , আর এই খেজমতকে একটু বোঝাও।

জিয়াউল সাহেবঃ- আয় কালু বোস একটু। খেজমত তোমার কি এমন অসুখ করেছে ?

খেজমতঃ- আমার টিবি হয়েছে মাস্টার মশাই।

কালুঃ- (চট করে) আশা দিদির সাথে যোগাযোগ করেছ ? ওষুধ শুরু হয়েছে ?

খেজমতঃ- হ্যাঁ কালু ভাই , কিন্তু দিন দিন ওজন কমে যাচ্ছে।

কালুঃ- ব্যাঙ্কের পাশ বহি – এর তথ্য নিয়েছে – ৫০০ টাকা করে মাসে মাসে দেওয়ার জন্য।

খেজমতঃ- হ্যাঁ ভাই নিয়েছে।

জিয়াউল সাহেবঃ- তা ওই টাকা দিয়ে একটু ফল মূল কিনে খাবে কেমন। আচ্ছা তোমার শরীর এখনিই এত খারাপ হল কি করে ? আগে থেকে নিশ্চয় রোগ বাসা বেঁধেছে তোমার শরীরে তা না হলে ? –

খেজমতঃ- মাস্টার সাহেব অনেক আগে এই রোদে গরমে কাজ করে তার উপরে আবহাওয়ারও কোন ঠিক নেই - কখনও গরম তো কখনও ঠাণ্ডা। আর এই সবের ফলে আমার ঠাণ্ডা জ্বর হয়েছিল। হাল্কা হাল্কা কাশতামও।

কালুঃ- চিকিৎসা করাসনি ?

খেজমতঃ- আমারা গরিব মানুষ কালু ভাই , সেভাবে কোন দিনই চিকিৎসা করাইনি , ওই দু-দশ টাকার ওষুধ কিনে খাওয়া আরকি।

কালুঃ- এবার ফল ভোগ কর –

জিয়াউল সাহেবঃ- রাগ করিস না কালু। ওরই বা কি দোষ বল , সব দোষ আসলে এই জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ণের।

রহমত মোল্লাঃ- তা বাবা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে রোগের সম্পর্কটা ঠিক বুঝলাম না।

জিয়াউল সাহেবঃ- জলবায়ু ব্যাপক পরিবর্তনের কারনেই এই যে কোথাও গরম কোথাও ঠান্ডা। আবার দিনেরবেলায় গরম , রাতে কাঁথা ব্যাবহার করতে হচ্ছে। - এই রকম আবহাওয়ার ফলেই বাতাসে ওই সব রোগ জীবাণু , ভাইরাস সব ঘুরে বেড়াচ্ছে – এই রকম পরিবেশ ওদের বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত।

কালুঃ- আমার বাঁ-হাতের অঙ্গুলের ফাঁকে এই খসখসে চুলকানি গুলো কি বলতো ভালই হচ্ছে না ?

জিয়াউল সাহেবঃ- এই গুলোকে বলে ‘সোরিয়াসিস’। এইও ওই ছত্রাক ঘটিত রোগ – সহজে কোনদিনও ভালো হবে না। যতসব মানুষের নতুন নতুন রোগ দেখছিস সবই ওই জলবায়ু পরিবর্তনের ফল।

রহমত মোল্লাঃ- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই কি রোগের ধরন বদলাচ্ছে বাবা ?

জিয়াউল সাহেবঃ- শুধু রোগ নয় চাচা – ফসলের উপর , চাষবাসের উপরেও তো যথেষ্ট খারাপ প্রভাব পড়চ্ছে এই বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে।

রহমত মোল্লাঃ- তাই নাকি বাবা ?

জিয়াউল সাহেবঃ- নয় কি চাচা ? – এই যে আমাদের বাংলায় দু-বছর গম চাষ বন্ধ তার কারন কি ?

কালুঃ- সেটাও কি তাহলে এই পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্যে ভাই ?

জিয়াউল সাহেবঃ- অবশ্যই এতে কোন সন্দেহ নেই। গমের এক ধরনের ছত্রাক বাসা বাঁধছিল যা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর।

রহমত মোল্লাঃ- একে তো গমের ছাতা ধরা রোগ বলে গো বাবা ?

জিয়াউল সাহেবঃ- এই ছাতাটা আসলে ছত্রাকের বাসা। ঐ ছাতা ধরা গম খেলে আমাদের মৃত্যু হতে পারে।

খেজমত ও কালুঃ- (অবাক হয়ে) তাই নাকি ?!

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ রে ভাই।

রহমত মোল্লাঃ- তা ঐ ছত্রাকটা কি এখানেই তৈরী হয় না অন্য কোথাও থেকে আসে ?

জিয়াউল সাহেবঃ- ঐ ছত্রাক প্রথমে উগান্ডা দেশে বাসা বাঁধে ; এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের রাজ্যেও তার থাবা বসিয়েছে।

রহমত মোল্লাঃ- তা ওরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসে কি করে ?

জিয়াউল সাহেবঃ- বাতাসে ভেসে।

কালুঃ- ভাই শুধু গম কেন কোন ফসলই ভালো হচ্ছে না। চাষিরা একবারে পথে বসে গেল।

জিয়াউল সাহেবঃ- বটেই তো এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের তারতম্য দেখা দিচ্ছে। ঋতু কালের সময়ে কমে যাচ্ছে। গরমকালে ঠান্ডা আর শীতকালে গা ঘামচে। তার উপরে সবচেয়ে ক্ষতিকর যেটা সেটা হল বর্ষাকালে ধারা পরিবর্তন।

কালুঃ- বর্ষাকালের ধারা পরিবর্তনের জন্যই তো চাষিরা ঠিক ঠাক ফসল কুটো ঘরে তুলতে পারছে না।

জিয়াউল সাহেবঃ- সেটা তো হওয়ারই কথা – যদি দিন দিন এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে তাহলে আগামী দিন আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে আমাদের।

রহমত মোল্লাঃ- চাষিরা আজ পথে বসছে বাবা জীবন। তাদের ঘরে হতাশা নেমে এসেছে।

জিয়াউল সাহেবঃ- সত্যি তাই চাচা। আর এ সবের ফলে মানুষের খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস বদলাচ্ছে। চালচলনের পরিবর্তন হচ্ছে।

কালুঃ- শুধু কি এই গুলোই ভাই , আর কিছু কি হচ্ছে না ?

জিয়াউল সাহেবঃ- হচ্ছে না মানে – এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবিকার পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ দু-পয়সা রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

রহমত মোল্লাঃ- সে কথা আর বলো না বাবা – আমদের করিম , চেনো নিশ্চয় আমার ভাইপো ; দেড় বিঘে জমি ছিল তার চাষ করে দু বছরে ঘরে কোন ফসল তুলতে পারে নি ; অভাবে জর্জরিত। ঘরে পাঁচ পাঁচটা অপুষ্যি।

জিয়াউল সাহেবঃ- তা ও এখন কি করে ?

রহমত মোল্লাঃ- সেটাই তো তোমাকে বলছি বাবা। জমি টুকু কেউ ভাগেও নিল না ; আবার বাপের জমি বেচতেও মন চাইছে না। শেষ মেশ জমি ফেলে রেগে এখন ভাংড়ি কিনে বেড়াচ্ছে।

জিয়াউল সাহেবঃ- সত্যিই বিষয় গুলো খুব কষ্টকর চাচা। তবে কি জান করিমের মতো আরও কত মানুষ ঐ একই ভাবে চাষ-আবাদ বন্ধ করে কি না করছে।

কালুঃ- তা এই সব রোধের কোন উপায় নেই ভাই ?

জিয়াউল সাহেবঃ- নিশ্চয় আছে রে কেন থাকবে না। আর এই সবের জন্য দায়ী তো আমারাই। আমদের কৃত কর্মের জন্যেই তো পরিবেশের তাপ মাত্রা এত বাড়ছে।

রহমত মোল্লাঃ- তাই নাকি !

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ চাচা। যেমন দেখুন ঘুঁটে পুড়িয়ে রান্না করা , কাঠ কয়লা দিয়ে উনুন জ্বালানো , খড় কুটো পোড়ানো , রাস্তার মাঝে আর্বজনার স্তূপে আগুন ধরানো , গোয়াল ঘরে সাঁজাল দেওয়া এবং গাছ কাটা , এই সব কারনে আমাদের পরিবেশে তাপ মাত্রা বাড়ছে।

রহমত মোল্লাঃ- এই সবের ফলেই তাহলে আমাদের পরিবেশে তাপমাত্রা বাড়ছে ; ফলেই জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ চাচা। একদম ঠিক কথা।

কালুঃ- আর এই সবের কু-পরিনাম আমাদেরকেই ভোগ করতে হচ্ছে।

রহমত মোল্লাঃ- তা কি খুব বেশি মাত্রায় বাড়ছে তাপমাত্রা ?

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ চাচা। একটি আন্তঃ সরকারি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এই একবিংশ শতাব্দীতে গড়ে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস – এরও বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি হবে।

কালুঃ- বাবা ! তাই নাকি !

জিয়াউল সাহেবঃ- এত অবাক হচ্ছিস কেন – ঐ সব কাজবাজ বন্ধ না করলে অচিরে মুস্কিল আমাদের।

কালুঃ- (হেসে) আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে কি বলো –

জিয়াউল সাহেবঃ- একটি রিপোর্ট শুনলে তো আরও অবাক হয়ে যাবি –

রহমত মোল্লাঃ- সেটা কি বাবা জীবন ?

জিয়াউল সাহেবঃ- তাপমাত্রার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি কোথায় দেখা গেছে জানিস কালু এবং কি হারে ?

কালুঃ- না। কোথায় গো ?

জিয়াউল সাহেবঃ- পূর্ব গ্রিনল্যান্ড এবং উত্তর স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় এত বেশি হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে যে ১৯০০ খ্রীঃ শীতের সময়ে যে তাপমাত্রা ছিল তারচেয়ে ৪ – ৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা এখন শীতের সময়ে বেশি

রহমত মোল্লা , কালু ও খেজমতঃ- বাপরে !

কালুঃ- আমাদেরকে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে -

জিয়াউল সাহেবঃ- ঠিক বলেছিস কালু বনসৃজন খুব জরুরী।

রহমত মোল্লাঃ- আচ্ছা বাবা জীবন এই যে চেন্নাই তামিলনাড়ুতে বিশাল ঝড় হয়ে গেল আর সবচেয়ে বেশি গাছ ভেঙে গেল। তার মানে ওই দিকে প্রচুর গাছ আছে। তাহলে ওই রকম তাপমাত্রা কি ওই দিকেও বাড়ে ?

জিয়াউল সাহেবঃ- প্রচুর গাছ ভেঙেছে মানে প্রচুর গাছ আছে এটাও যেমন সত্যি তেমনি ওই দিকে প্রচুর শিল্প আছে যার ফলে পরিবেশে তাপমাত্রা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

রহমত মোল্লাঃ- তাই নাকি বাবা !

জিয়াউল সাহেবঃ- আর ঐ তাপমাত্রা বাড়ার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় – আর এর জন্যেই এই রকম বীভৎস ঝড় সুনামী হচ্ছে যখন তখন।

কালুঃ- আরে চাচা চেন্নাই তামিলনাড়ু কেন এবারে আমাদের বাংলায় দেখনা ঝড়ের বেগ ঘন্টায় ১০০ কি.মি ছুঁই ছুঁই। ভাবতো এর চেয়ে বেশি হলে কি হবে ?

রহমত মোল্লাঃ- বেশি হবে বলছিস কিভাবে হতেই পারে -

জিয়াউল সাহেবঃ- এই সব কিছুই কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হচ্ছে।

(এমন সময়ে ইয়াসিন এসে উপস্থিত হল)

কালুঃ- আরে ইয়াসিন ভাই যে তা তোমার ছেলে কেমন আছে ?

জিয়াউল সাহেবঃ- তোমার ছেলের কি হয়েছে ইয়াসিন ?

ইয়াসিনঃ- আরে মাস্টারদা ছেলের বাঁ পা টা আগেই ভাঙা ছিল কিন্তু গত কালকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে সেই ভাঙা জায়গায় মোচড় লেগেছে।

জিয়াউল সাহেবঃ- তা পা ভেঙে ছিল কিভাবে ?

ইয়াসিনঃ- আমার ছেলে ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করে , তা ওরা কলেজ থেকে গত বছর একদল ছাত্র পাহাড়ে শিক্ষা মূলক ভ্রমনে গিয়েছিল।

জিয়াউল সাহেবঃ- আচ্ছা আচ্ছা তা ওখানে কি করে পা ভাঙল ?

ইয়াসিনঃ- ওখানে ওরা পাহাড়ে ওঠার সময় ভূমি ধ্বসের শিকার হয়েছিল। আমার ছেলে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছিল।

রহমত মোল্লাঃ- আহা রে !

জিয়াউল সাহেবঃ- এই দেখ চাচা এই যে ভূমি ধ্বস এটাও কিন্তু ওই জলবায়ু পরিবর্তনের ফল।

রহমত মোল্লাঃ- তাই না কি !

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ চাচা। জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন আর তার সাথে তাপ মাত্রার বৃদ্ধি আমাদের নানা রকম ভাবে ক্ষতি করে।

কালুঃ- তা আর কি কি ভাবে ক্ষতি করে এই জলবায়ু পরিবর্তন একটু খুলে বল দেখি –

জিয়াউল সাহেবঃ- এই পরিবর্তনের কারনেই ভূ-গর্ভস্থ পাতে সংকোচন ও প্রসারন হয় ফলে যেমন ধর ভূমিকম্প , ভূমিধ্বস , সুনামী ইত্যাদি সব হয়ে থাকে।

ইয়াসিনঃ- তাহলে এই কারনের জন্যই আমার ভালো ছেলে এমন খোয়ারটা হল গো –

জিয়াউল সাহেবঃ- দুঃখ করো না ইয়াসিন , ছেলেকে একটু বোঝাও আর সাবধানে থাকতে বলবে , সব ভালো হয়ে যাবে।

কালুঃ- আচ্ছা ভাই তাহলে যে আগ্নেয়গিরি গুলো সুপ্ত আছে সেগুলোও তো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে , কি বল ?

জিয়াউল সাহেবঃ- খুব গুরুত্বপূর্ন একটা কথা বলেছিস। এই রকম ঘটনাও তো ঘটছে , সেই সব এলাকা গুলোতে কি দূরবস্থা হচ্ছে একবার ভাব দেখি।

কালুঃ- আমার মনে হয় ভাই এই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য আমাদের একটা সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা দরকার।

জিয়াউল সাহেবঃ- ঠিক বলেছিস কালু। আমাদের সকলকে একত্রে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

রহমত মোল্লাঃ- এই শেষ বয়সে আমাদের জীবনে এক নতুন সমস্যার সামনা সামনি হতে হল কিন্তু বাবা জীবন আমি ভাবছি অন্য কথা -

জিয়াউল সাহেবঃ- কি কথা চাচা ?

রহমত মোল্লাঃ- ভবিষ্যৎ - এর কথা বাবা।

জিয়াউল সাহেবঃ- এটা চিন্তার বিষয় ঠিকই তবে চাচা আমাদেরকে এখনিই সচেতন হতে হবে।

ইয়াসিনঃ- আচ্ছা মাস্টারদা এই যে কেরালাতে ভীষণ বন্যা হয়ে গেল - তা এটা কেউ কি আপনি একপ্রকার জলবায়ু পরিবর্তনের পরিনাম বলবেন ?

জিয়াউল সাহেবঃ- নিশ্চয় ইয়াসিন। এটা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিনাম।

রহমত মোল্লাঃ- সত্যি কি ক্ষতিটাই না হল কেরলের মানুষদের , তাই না বাবা –

ইয়াসিনঃ- আমাদের খুব সচেতন হতে হবে চাচা।

কালুঃ- এত বান বন্যা কেন হচ্ছে বলো তো ভাই ?

জিয়াউল সাহেবঃ- জলবায়ু পরিবর্তণ তথা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলেই পরিবেশে তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে।

রহমত মোল্লাঃ- বলো কি বাবা !

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ চাচা এছাড়াও সমুদ্রের বুকে জমে থাকা বিশাল বিশাল সব হিমশৈল গুলোও গলছে।

রহমত মোল্লাঃ- তার ফলে কি হচ্ছে বাবা ?

জিয়াউল সাহেবঃ- তার ফলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাচ্ছে।

ইয়াসিনঃ- এই জন্যেই মনে হয় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা গুলোতে এই ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেশি দেখা দিচ্ছে তাই না মাস্টারদা।

জিয়াউল সাহেবঃ- একদম তাই। ঐ উপকূলবর্তী এলাকা গুলোতে যখন তখন জলোচ্ছাস , বন্যা , ঝড় , উষ্ণ বায়ুর স্রোত এই রকম নানা সব সমস্যার সামনা সামনি হতে হয়।

রহমত মোল্লাঃ- এতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যাপার বাবা –

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ চাচা তাই। অদের জীবন একেবারে দুর্বিসহ।

কালুঃ- সব তাহলে ওই জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে তাই না।

জিয়াউল সাহেবঃ- একদম ঠিক কথা বলেছিস। এই দেখ না এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি অদ্ভুত পরিবর্তনটাই না দেখা দেয় প্রকৃতিতে।

কালুঃ- যেমন বলো দেখি ?

জিয়াউল সাহেবঃ- আমেরিকার কলোরাডো অঞ্চলে ১২৭৬ ও ১২৯৯ খ্রীঃ প্রচন্ড খরায় সব শুকিয়ে গিয়েছিল। আর আজকে ওখানে কলোরাডো নদীর জলস্তর ১০ গুন বেশি বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরের তুলনায়।

ইয়াসিনঃ- কি অবস্থা ভাবা যায় না –

কালুঃ- সব বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে হচ্ছে -

জিয়াউল সাহেবঃ- নয় তো কি – এই দেখ না আগে আকাশে দেখতিস সকালে ও বিকালের পরে কত সব পাখির ঝাঁক উড়ে যেত , এখন দেখিস ? ভাগাড়ে শকুন দেখতে পাস ? চড়ুই পাখির কিচিরমিচির কোথায় গেল ? বাবুই পাখিরা আজ কোথায় বাসা বেঁধেছে ?

রহমত মোল্লাঃ- সত্যি বাবা ওগুলোকে আর সেরকম ভাবে দেখতে পায় না কিন্তু কেন বাবা ?

জিয়াউল সাহেবঃ- এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চাচা। এই জায়গা গুলো ওদের বসবাসের জন্য আর উপযুক্ত নয় তাই ওরা অন্য কোথাও চলে গেছে।

ইয়াসিনঃ- চাচা তোমার ভারুই পাখির কথা মনে আছে ?

রহমত মোল্লাঃ- আহা ! কি মিষ্টি স্বাদ , কোথায় যে পাখি গুলো যে চলে গেল –

কালুঃ- ভাই আর কি কি সমস্যা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে ?

জিয়াউল সাহেবঃ- বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে আর একটি খুব বড় খারাপ প্রভাব পড়ছে সেটা হল কিশোর কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি কালের উপর।

রহমত মোল্লাঃ- সেটা কি ভাবে ?

জিয়াউল সাহেবঃ- তুমি দেখ না চাচা এই যে আজকাল কার মেয়েরা ১২-১৪ বছর বয়সেই ঋতুমতী হয়ে যাচ্ছে –

রহমত মোল্লাঃ- এটাও কি ঐ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই হয় ?

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ গো চাচা। এছাড়াও তোমার আমাদের সকলের মধ্যে বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে আচরনগত পরিবর্তন খুব প্রকট হয়ে উঠেছে।

কালুঃ- (হেসে) ওরা আজকাল খুব খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে তাই না –

জিয়াউল সাহেবঃ- হাসি নয় ঠিকই কথা , মেজাজ চট করে গরম হয়ে যাচ্ছে , সহ্য শক্তি কমে যাচ্ছে , একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছে ফলে কর্মে ও পড়াশোনায় মন বসছে না। আরও কত কি হচ্ছে।

ইয়াসিনঃ- মাস্টারদা যদি এই সমস্যাকে অচিরেই রোধ করা না যায় তাহলে সভ্যতা তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

জিয়াউল সাহেবঃ- একদম ঠিক বলেছ ইয়াসিন ; জলবায়ু পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়ণ এমন একটি সমস্যা যা আমাদের এই সভ্যাতাকে শেষ করে দিতে পারে তাই আমাদের একটু সচেতন হতে হবে।

কালুঃ- আমাদেরকে প্রচুর পরিমানে গাছে লাগাতে হবে , বুঝলে চাচা।

জিয়াউল সাহেবঃ- তার সাথে সমস্ত রকম জীবাশ্ব জ্বালানীর ব্যাবহার বন্ধ করতে হবে।

(এমন একটা রফিক হাঁক দিল)

রফিকঃ- বাপজী - - বাপজী - -

রহমত মোল্লাঃ- আসছি আসছি। (উঠে দাঁড়াল) এবার আমি উঠব বাবা –

জিয়াউল সাহেবঃ- হ্যাঁ আমারাও উঠব এবার।

রহমত মোল্লাঃ- তাহলে চল যাওয়া যাক।

(সকলে উঠে যে যার বাড়ি চলে গেল)

সমাপ্ত